ভি. সুরেন্দ্র মোহন

বনাম

তামিল নাড়ু রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ৮৩)

২২শে জানুয়ারী ,২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ – তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিএনপিসি) রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৬২টি দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা পেয়েছিল – টিএনপিসি আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য প্রতিবন্ধীতার শতাংশ ৪০%-৫০% হিসেবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল – রাজ্য সরকার ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে হাই কোর্টের পরামর্শে আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা শতাংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল – এর পরিপ্রেক্ষিতে, টিএনপিসি সরাসরি নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল – আবেদনকারী আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিভাগের অধীনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন – আবেদনকারীর প্রদত্ত প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্রে তার প্রতিবন্ধিতা ৭০% হিসেবে উল্লেখ ছিল – লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল – আবেদনকারীর নাম সফল প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি – আবেদনকারী একটি রিট পিটিশনদাখিল করেছিলেন – হাই কোর্ট জানিয়েছিল যে, ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশ এবং টিএনপিসি দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতার মধ্যে থাকা ব্যক্তিরাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য – আপিলের শুনানিতে বলা হয়: বিজ্ঞপ্তি-প্রকাশে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে, দেওয়ানি বিচারকের পদটি আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী/আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী/অর্থো প্রতিবন্ধী বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে – আবেদনকারীর প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্রে তার প্রতিবন্ধিতা ৭০% হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা তাকে দেওয়ানি বিচারকের পদে অযোগ্য করে তোলে, যেহেতু এই পদটির জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা প্রয়োজন ছিল – হাই কোর্ট আবেদনকারীর দাখিল করা রিট পিটিশনখারিজ করে কোনো ভুল করেনি – তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবা (পদমর্যাদা এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ – তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিএনপিসি) রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৬২টি দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা পেয়েছিল – টিএনপিসি আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য প্রতিবন্ধীতার শতাংশ ৪০%-৫০% হিসেবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল – রাজ্য সরকার ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে হাই কোর্টের পরামর্শে আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা শতাংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল – এর পরিপ্রেক্ষিতে, টিএনপিসি সরাসরি নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল – আবেদনকারী আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিভাগের অধীনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন – আবেদনকারীর প্রদত্ত প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্রে তার প্রতিবন্ধিতা ৭০% হিসেবে উল্লেখ ছিল – লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল – আবেদনকারীর নাম সফল প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি আবেদনকারী একটি রিট পিটিশনদাখিল করেছিলেন – হাই কোর্ট জানিয়েছিল যে, ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশ এবং টিএনপিসি দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতার মধ্যে থাকা ব্যক্তিরাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য – আপিলের শুনানিতে বলা হয়: বিজ্ঞপ্তি-প্রকাশে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে, দেওয়ানি বিচারকের পদটি আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী/আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী/অর্থো প্রতিবন্ধী বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে – আবেদনকারীর প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্রে তার প্রতিবন্ধিতা ৭০% হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা তাকে দেওয়ানি বিচারকের পদে অযোগ্য করে তোলে, যেহেতু এই পদটির জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা প্রয়োজন ছিল – হাই কোর্ট আবেদনকারীর দাখিল করা রিট পিটিশনখারিজ করে কোনো ভুল করেনি – তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবা (পদমর্যাদা এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ – ধারা ৩৩ – তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিএনপিসি) ১৬২টি দেওয়ানী আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল এবং আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করেছিল – আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে, আইন, ১৯৯৫ এ এমন কোনো বিধান নেই যা বলে যে যোগ্যতা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা ভোগ করেন – আদালত রায় দিয়েছে: আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রত্যেকটি উপযুক্ত সরকারকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে তিন শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য শূন্যপদ সংরক্ষণ করতে হবে, যার মধ্যে এক শতাংশ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বা কম দৃষ্টির জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে – এটি এমন একটি বিষয় নয় যেখানে প্রতিকূল পক্ষ ধারা ৩৩ অনুযায়ী আংশিক প্রতিবন্ধী জন্য পদ সংরক্ষণ করেনি – অতএব, ধারা ৩৩ অনুযায়ী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে –রাষ্ট্র, যা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, হাই কোর্টের পরামর্শক্রমে দেওয়ানী আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ)

পদের জন্য যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে – যখন রাষ্ট্র, হাই কোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন মনে করেন যে, দেওয়ানী আদালতের পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রতিবন্ধিতা ৪০%-৫০% হওয়া উচিত, তখন এই বিধানটি কোনো আইনগত বিধান লঙ্ঘন করে না এবং আইন, ১৯৯৫ এর কোনো ধারা বিপরীতভাবে চলে না – এটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার মধ্যে থাকে পদটির কাজের প্রকৃতি দেখে যোগ্যতা নির্ধারণ করা।

ভারতীয় সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৫৪, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫ এবং সপ্তম তফসিলের তালিকা ২ এর প্রবিষ্টি ৪১ – রাষ্ট্র সরকার, যদি দেওয়ানী আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাহী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় – রায়: বিচারিক সেবা, যা পাবলিক সেবা, সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ২ এর প্রবিষ্টি ৪১ এ অন্তর্ভুক্ত – রাষ্ট্র প্রবিষ্টি ৪১ এর ওপর আইন প্রণয়ন করার যোগ্যতা রাখে, অর্থাৎ রাষ্ট্র পাবলিক সেবা; রাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এবং এটি ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৫৪ এর অধীনে নির্বাহী ক্ষমতা রাখে – অতএব, রাষ্ট্র সরকার দেওয়ানী আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো নির্বাহী সিদ্ধান্ত নিতে পূর্ণরূপে সক্ষম, যা ২০০৭ সালের আইনানুগ নিয়মাবলীর পরিপূরক। – তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবা (পদমর্যাদা এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: আপীলকারী যিনি ৭০% প্রতিবন্ধকতায় (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা) ভুগছিলেন, তিনি তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য ছিলেন কিনা?

১. ২০০৮.০৮.২০১৪ তারিখে সরকারি আদেশটি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে জানিয়েছিল, যা হাইকোর্টের পরামর্শে নেওয়া হয়েছিল, ১৬২টি দেওয়ানি বিচারক পদের নির্বাচনের জন্য আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতার শতাংশ উল্লেখ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২. ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, দেওয়ানি বিচারকের পদটি আংশিক বধির/আংশিক অন্ধ/অর্থো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতা) জন্য উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবেদনকারীর অনলাইন আবেদনে

প্রতিবন্ধকতার শতাংশের কলামে তিনি শুধুমাত্র "৪০% এর বেশি" উল্লেখ করেছেন। প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র, যা আবেদনকারী তামিলনাড়ু রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবা (পদমর্যাদা এবং নিয়োগ) বিধি, ২০০৭ এবং বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত কলাম (৩) অনুযায়ী জমা দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল "(৩) তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৭০%"। সুতরাং, আবেদনকারীর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি ৭০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন, যা তাকে ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত দেওয়ানি বিচারকের পদের জন্য অযোগ্য করে তুলেছিল, কারণ পদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল শুধুমাত্র ৪০-৫০%। সুতরাং, আবেদনকারী যে শংসাপত্র জমা দিয়েছেন, তাতে তিনি ৭০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন, তাই তিনি ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত পদের জন্য অযোগ্য ছিলেন। এই সমস্যার সমাধান সেই অনুযায়ী করা হলো।

৩. রিট পিটিশনবিচারাধীন থাকাকালীন, আবেদনকারী ২০০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি চিঠি বাতিল করার জন্য একটি সংশোধনী আবেদন দাখিল করেছিলেন, যা হাইকোর্ট মঞ্জুর করেছিল এবং আবেদনকারীর দাখিল করা সংশোধনী আবেদনেও টিএনপিসি কর্তৃক জারি করা ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি কে বিরধিতা করা হয়নি। আংশিক অন্ধত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত অর্থাৎ ৪০-৫০% নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনুমতি আবেদনকারীকে দেওয়া যাবে না, যখন তিনি উক্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদানকারী ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞাপনটিকেবিরধিতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবেদনকারী উপরের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আবেদন করেছিলেন এবং লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়নি, তখন তিনি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের অধীনে তাকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীর ফলাফল ঘোষণা না করার নির্দেশ দিয়েছিল। আবেদনকারী ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ৪(চ) ধারাকেবিরধিতা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তাকে ৪০-৫০% আংশিক অন্ধত্বের শর্তকেবিরধিতা করার অনুমতি দেওয়া যা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির বিভাগের জন্য ৪০%-৫০% অক্ষমতার অবস্থা একটি বৈধ শর্ত কিনা?

৪ । তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাঠানো ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ০৪.০৮.২০১৪ তারিখের চিঠিটি বিবেচনা করেছে

এবং দেওয়ানি বিচারকের পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে, যেখানে আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৪০-৫০% হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, হাইকোর্টের যথাযথ পরামর্শের পরে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছিল, যা দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৪০-৫০% রাখার সাথে সম্মত হয়েছিল।

৫. দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্ট উভয়ের সাথে পরামর্শ করেছে। রাজ্য সরকার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্টের মতামতের মধ্যে একটি ঐক্যমত রয়েছে যে, আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির ব্যক্তিরা, যাদের প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০%, তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। অধস্তন বিচার বিভাগের অভিভাবক হিসেবে এবং বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হাইকোর্ট ভালোভাবে অবগত থাকায়, দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগপ্রার্থী ব্যক্তির যোগ্যতার বিষয়ে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচার বিভাগীয় পরিষেবা সরকারি পরিষেবার অংশ হওয়ায়, রাজ্য সরকার হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করে দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশটি ২০০৭ সালের বিধিগুলিকে পরিপূরক করে এবং কোনওভাবেই বিধিগুলির কোনও বিধানের বিরোধিতা করে না। হাইকোর্টের সাথে পরামর্শের পর তামিলনাড়ু রাজ্য কর্তৃক জারি করা সরকারি আদেশ অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতা থাকার শর্ত নির্ধারণ করেছিল। উপরের শর্তটি কোনওভাবেই অবৈধ বলা যায় না

রাজ্য সরকারের ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত, যেখানে বলা হয়েছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, অর্থাৎ আংশিক বধির এবং আংশিক অন্ধ, যাদের প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০% পর্যন্ত, তারাই শুধুমাত্র যোগ্য, ১৯৯৫ সালের আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা এবং তা বাতিল করা উচিত কিনা?

৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ এর ৩৩ ধারা অনুসারে, প্রতিটি উপযুক্ত সরকারকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য তিন শতাংশের কম নয় এমন শতাংশ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

জন্য তিন শতাংশের কম নয় এমন শতাংশ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পদ সংরক্ষণের আইনি অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য পদ সংরক্ষণ করতে বাধ্য। বর্তমান ক্ষেত্রে, বিষয়টি আংশিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে প্রতিপক্ষ ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় আংশিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পদ সংরক্ষণ করেনি। সুতরাং, ৩৩ ধারার আদেশ অনুযায়ী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে পূরণ করা হয়েছে। বিষয়টি হল, আবেদনকারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা এবং বিজ্ঞাপনে এই প্রয়োজনীয়তা, যে শুধুমাত্র তারাই যোগ্য যাদের প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০%, ১৯৯৫ সালের আইনের পরিপন্থী কিনা বা কোনো বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে কিনা। রাজ্য, যা দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের বিষয়ে হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করে সরকারি পরিষেবার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে। যখন রাজ্য, হাইকোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই মত পোষণ করে যে, দেওয়ানি বিচারক পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০% এর মধ্যে হওয়া উচিত, তখন উক্ত বিধান কোনো বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে না বা ১৯৯৫ সালের আইনের কোনো বিধানের পরিপন্থী নয়। পদের ধারক দ্বারা সম্পাদিত কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে রয়েছে।

৮. প্রতিপক্ষ নম্বর ৩ দ্বারা উপরে উল্লিখিত কারণগুলি ৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য প্রমাণ করে, যা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য। হাইকোর্ট আবেদনকারীর দায়ের করা রিট পিটিশনখারিজ করে কোনো ভুল করেনি। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন) পদের নিয়োগের জন্য ৪০%-৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার বিধান বৈধ ছিল এবং ১৯৯৫ সালের আইন বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ বিধানের কোনো বিধানের বিরোধিতা করে না।

ভারত সরকার বনাম রবি প্রকাশ গুপ্ত এবং আরেকজন (২০১০) ৭ এস. সি. সি ৬২৬: [২০১০] ৭ এস. সি. আর ৮৫১; ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড

এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ৭৭২: [২০১৩] ৯ এস. সি. আর ১০২৩-এর উপর নির্ভরশীল।

বিহার রাজ্য এবং আরেকটি বনাম বাল মুকুন্দ সাহ এবং অন্যান্য (২০০০) ৪ এস. সি. সি. ৬৪০: [২০০০] ২ এস. সি. আর. ২৯৯ উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০০০] ২ এসসিআর ২৯৯	উল্লেখ করা হয়েছে	২০০০
[২০১০] ৭ এসসিআর ৮৫১	বিশ্বাস করা হয়েছে	২০১০
[২০১৩] ৯ এসসিআর ১০২৩	বিশ্বাস করা হয়েছে	২০১৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার ২০১৯ সালের ৮৩ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৫ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১০৫৮২-এ মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৫.০৬.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সিদ্ধার্থ দাভে, সুশ্রী পূজা ধর, সুশ্রী জেমটিবেন, সূর্য প্রকাশ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে কে. এস. মহাদেবন, কৃষ্ণ কুমার আর. এস., শ্রীমতী স্বাতী বনসল, রাজেশ কুমার, এম. যোগেশ কান্না, এস. রাজা রাজেশ্বরন, জি. আনন্দ সেলভাম, শ্রীমতী নর্মদা মীনাক্ষী সুন্দরম, এ. মণিকন্দন, জয় কিশোর সিং, শ্রীমতী পূর্বিকা মিত্র, কে. ভি. বিজয়কুমার আইনজীবীরা।

'আদালতের রায় প্রদান করেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি। ১. মাদ্রাজ হাইকোর্টের ০৫.০৬.২০১৫ তারিখের রায়ে ক্ষুব্ধ আপিলকারী তাঁর রিট খারিজ করে দিয়েছেন, এই আবেদনে আর্জি এসেছে। আবেদনকারী আংশিক অন্ধ বিভাগের অধীনে দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য নির্বাচনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২. এই আপিলের উদ্ভবকারী সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ (এর পরে "আইন, ১৯৯৫" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রণয়নের পর, তামিলনাড়ু রাজ্য ১১.০৪.২০০৫ তারিখের জিও-এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ক এবং খ গ্রুপে ১১৭টি পদের শ্রেণীকে সবচেয়ে উপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ক এবং খ গ্রুপের অধীনে চিহ্নিত পদগুলির উপরের তালিকার ১০২ নম্বর আইটেমটি নিম্নরূপ ছিল:

"ক এবং খ বিভাগের অধীনে পদগুলির তালিকা চিহ্নিতকরা হল

ক্রমিক নং	পদের নাম এবং বিভাগ	শারীরিক প্রয়োজনীয়তা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভাগ যারা কাজের জন্য উপযুক্ত	বিভাগ
১০২	তামিলনাড়ু রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবা দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-প্রথম শ্রেণী)	এস/এসটি/ডব্লিউ/এসই/এইচ/আরডব্লিউ	পিবি/পিডি/অর্থো	ক

৩) তামিলনাড়ু সরকার ৩১.০৮.২০১২ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, যা ১৯৯৫ সালের আইন, ধারা ৩৩-এর অনুবিধি অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতার ব্যবহার করে, তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবায় জেলাবিচারক(প্রবেশ স্তর) এবং দেওয়ানী বিচারকের পদগুলোকে পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং পূর্ণ শারীরিক প্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে উক্ত ধারা ৩৩-এর বিধান থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছিল।

৪) তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিএনপিসি) রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৬২টি দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা পেয়েছিল। টিএনপিসি ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে রাজ্য সরকার এবং হাই কোর্ট উভয়ের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল, যাতে আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা ১৬২টি দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য নির্বাচনের জন্য। হাই কোর্ট উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করে, যা তামিলনাড়ু রাজ্যও সম্মত হয়। তামিলনাড়ু রাজ্য ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে টিএনপিসিকে চিঠি প্রদান করে ১৬২টি দেওয়ানী বিচারক পদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধিতা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য। টিএনপিসি ২৬.০৮.২০১৪ তারিখে সরাসরি নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

৫। আবেদনকারী, একজন কর্মরত আইনজীবী, ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ১৫/২০১৪ অনুসারে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেন। "প্রতিবন্ধিতার শতাংশ" কলামে আবেদনকারী "৪০%-এর বেশি" উল্লেখ করেছিলেন। ১০.১০.২০১৪ তারিখে আবেদনকারীর জন্য একটি প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্র জারি করা হয়,

যাতে তার প্রতিবন্ধিতা ৭০% হিসেবে উল্লেখ করা হয়। লিখিত পরীক্ষা ১৮.১০.২০১৪ এবং ১৯.১০.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, টিএনপিসি আবেদনকারীকে একটি চিঠি প্রদান করে যাতে তিনি প্রাসঙ্গিক দলিলের সেলফ-আটেস্টেড কপি জমা দেন, যার মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শংসাপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যা মেডিক্যাল বোর্ড থেকে প্রাপ্ত এবং তা স্পষ্ট করতে হবে যে তার/তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা তাকে/তাকে দেওয়ানী বিচারকের পদে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম করবে না। আবেদনকারী উক্ত চিঠির প্রতিক্রিয়ায় ১০.১০.২০১৪ তারিখে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শংসাপত্র সহ তার অন্যান্য শংসাপত্র জমা দেন।

৬. টিএনপিসি রেজিস্টার নম্বরগুলির তালিকা প্রকাশ করে, যারা অস্থায়ীভাবে মৌখিক পরীক্ষায় ভর্তির জন্য যোগ্য ছিল। সফল প্রার্থীদের তালিকায় আপিলকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আপিলকারী মাদ্রাজ হাইকোর্টে ১০৫৮২/২০১৫ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের করেন। মাদ্রাজ হাইকোর্ট ১৩.০৪.২০১৫ তারিখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে, যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে আপিলকারীকে ভাইভা-ভোসে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে, তবে হাইকোর্ট কর্তৃক আরও আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপিলকারীর ফলাফল একটি সিল করা খামে রাখা হবে। আপিলকারী এইভাবে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন, কমিশন সরাসরি নিয়োগের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

৭. রিট পিটিশনে আপিলকারী রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের letter বাতিল করার জন্য একটি প্রার্থনা যোগ করে রিট পিটিশন সংশোধন করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন। আপিলকারীর সংশোধনী আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চ রিট পিটিশনের শুনানি করে এবং ০৫.০৬.২০১৫ তারিখের তার রায়ের মাধ্যমে হাইকোর্ট রায় দেয় যে, ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারের সিদ্ধান্ত এবং ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের টিএনপিসি কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আংশিক অন্ধরাই শুধুমাত্র যোগ্য ছিল এবং ৭০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আপিলকারী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য ছিলেন না। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী এই আপিলে এসেছেন।

৮. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল দেন যে, ১৯৯৫ সালের আইনের ৩২ ধারার অধীনে দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদ চিহ্নিত হওয়ার পরে, ৪০%-৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার কোনো বিধিনিষেধ রাখা যেতে পারে না। তিনি জমা দেন যে, সম্পূর্ণ অন্ধত্বের জন্য ৩৩ ধারার শর্তানুযায়ী অব্যাহতি জারি করা হয়েছে, আপিলকারী যিনি সম্পূর্ণ অন্ধ নন কিন্তু ৭০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত, তাকে দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগের জন্য অযোগ্য বলা যেতে পারে না। তিনি জমা দেন যে, ১৯৯৫ সালের আইনে এমন কোনো বিধিনিষেধ নেই যে যোগ্যতা শুধুমাত্র তাদেরই, যারা ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন। যখন ১১.০৪.২০০৫ তারিখের চিঠি দ্বারা পদটি চিহ্নিত করা হয়েছিল,

তখন শুধুমাত্র ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, যা এখন আরোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জমা দেন যে, হাইকোর্ট তার রায়ে তামিলনাড়ু রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবা (ক্যাডার এবং নিয়োগ) বিধি, ২০০৭-এর প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর ভুলভাবে নির্ভর করেছে, যা এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি জমা দেন যে, কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা এই নির্ধারণ করা হয়নি যে, যারা ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন, তারাই দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের কাজগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম। হাইকোর্ট বা রাজ্য সরকার কেউই এই বিষয়ের উপর নজর দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেনি। দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য ৪০%-৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ করার জন্য হাইকোর্ট কোনো বিশেষজ্ঞ সংস্থা নয়। ৪০%-৫০% সংখ্যা, যা দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য যোগ্যতা হিসাবে রাখা হয়েছে, তা কোনো ভিত্তি ছাড়াই একটি স্বেচ্ছাচারী সংখ্যা। তিনি জমা দেন যে, আপিলকারী ৭০% প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সহকারী প্রসিকিউটিং অফিসার হিসাবে কাজ করছেন এবং তাই তিনি দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) এর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারেন। তিনি জমা দেন যে, আপিলকারীকে ভুলভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, যার কারণে তিনি দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যা লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে তার নম্বর অনুসারে তিনি অন্যথায় অধিকারী ছিলেন।

৯. তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল দেন যে, রিট পিটিশনে আপিলকারী শুধুমাত্র ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের চিঠি-কে বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি টিএনপিসি কর্তৃক জারি করা ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটিকে বিরোধিতা করেননি। তিনি জমা দেন যে, টিএনপিসির বিজ্ঞপ্তিতে ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তা শর্ত হিসাবে নির্ধারিত হওয়ায়, বিজ্ঞপ্তিটিকে বিরোধিতা না করে আপিলকারী দাবি করতে পারেন না যে তিনি যোগ্য। তিনি জমা দেন যে, আপিলকারী রিট পিটিশনের ৩ নং অনুচ্ছেদে ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করলেও, উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিকে বিরোধিতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তার রিট পিটিশন খারিজ করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি। তিনি জমা দেন যে, আপিলকারী ৭০% প্রতিবন্ধী হওয়ায় দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য এবং তার রিট পিটিশন সঠিকভাবে খারিজ করা হয়েছে।

১০. হাইকোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী আপিলকারীর জমাগুলির বিরোধিতা করে দাবি করেন যে, যদিও ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞাপনের ৪(ছ) ধারা অনুসারে, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার শংসাপত্রের একটি অনুলিপি আপলোড করা প্রয়োজন ছিল, যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি এবং প্রতিবন্ধকতার মাত্রা উল্লেখ করা হয়, কিন্তু আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা অনলাইন আবেদনে তিনি প্রতিবন্ধী শংসাপত্র আপলোড করেননি। তিনি আরও জমা দেন যে, তার অনলাইন আবেদনে আপিলকারী শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন যে,

তার প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৪০% এর বেশি। আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা সংযোজনী পি৬ তারিখ ১০.১০.২০১৪-এর প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের উল্লেখ করে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে, শংসাপত্র অনুসারে প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৭০% হওয়ায় আপিলকারী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য। তিনি আরও জমা দেন যে, শংসাপত্রে দেখানো হয়নি যে আপিলকারী দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ)-এর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন এবং তাই শংসাপত্রটি নিজেই স্পষ্ট করে যে আপিলকারী দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ)-এর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে, ২০০৭ সালের বিধিগুলির প্রস্তাবিত সংশোধন বর্তমান মামলায় উত্থাপিত ইস্যুর সাথে প্রাসঙ্গিক নয়, টিএনপিসির প্রস্তাব এবং হাইকোর্টের সম্মতির পরে রাজ্য সরকারের ইতিমধ্যেই একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যে শুধুমাত্র সেই শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন, তারাই যোগ্য হবেন যাদের প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০%। আরও জমা দেওয়া হয় যে, দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ)-এর দায়িত্বের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আপিলকারীকে এমন একজন ব্যক্তি বলা যেতে পারে না, যিনি দেওয়ানী বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যার মামলা শোনা, সাক্ষীদের বিবৃতি নথি করা, নথি পড়া এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে, হাইকোর্ট রিট পিটিশন খারিজ করে কোনো ভুল করেনি।

১১। পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেওয়া বক্তব্য এবং নথি করা যুক্তিগুলি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত হয় "বা এই আবেদনে বিবেচনা করা হয়

(১) তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে আবেদনকারী ৭০ শতাংশ (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) অক্ষমতায় ভুগছিলেন, তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য ছিলেন কি না?

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির শ্রেণীর জন্য ৪০%-৫০% অক্ষমতার শর্ত কি একটি বৈধ শর্ত?

(৩) রাজ্য সরকারের তারিখের চিঠির মাধ্যমে (০৮.০৮.২০১৪ প্রদান করা যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যারা আংশিকভাবে বধির এবং আংশিকভাবে অন্ধ, কেবলমাত্র ৪০%-৫০% অক্ষমতার পরিমাণের যোগ্য, তা ১৯৯৫ সালের আইনের বিধান লঙ্ঘন এবং বাতিল করার যোগ্য?

ইস্যু নং ১

১২। বিচারিক সেবা পদে নিয়োগ তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবা (ক্যাডার এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭

(এখন থেকে "বিধিমালা, ২০০৭" হিসেবে উল্লেখিত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিধি ৫ অনুযায়ী, যা "নিয়োগ পদ্ধতি, যোগ্যতা এবং বয়স ইত্যাদি" প্রদান করে, দেওয়ানী বিচারকের পদটি তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা প্রাথমিক পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়, যা বিধিমালার পরিশিষ্ট-II অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমালার পরিশিষ্ট-II-তে "দেওয়ানী বিচারক সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে" শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপধারা(১) প্রদান করে যে, তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এখন থেকে 'কমিশন' হিসেবে উল্লেখিত) দেওয়ানী বিচারকের পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করবে, যা সরকার কর্তৃক রিপোর্ট করা শূন্যপদের ভিত্তিতে একটি ইংরেজি দৈনিক এবং একটি তামিল দৈনিকের মাধ্যমে, যেগুলোর রাজ্যে ব্যাপক প্রচার রয়েছে। উপধারা(২) অনুযায়ী, একটি প্রার্থী যে দেওয়ানী বিচারকের পদের জন্য সরাসরি নিয়োগের জন্য আবেদন করবে, তাকে তার আবেদনপত্রের সাথে কমিশন দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সকল প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এবং দলিলের অনুলিপি পাঠাতে হবে। তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২৬.০৮.২০১৪ তারিখে বিজ্ঞপ্তি নং ১৫/২০১৪ জারি করে ১৬২টি দেওয়ানী বিচারকের পদের জন্য সরাসরি নিয়োগের জন্য অনলাইন মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করেছিল। প্রকরণ ৪ এর উপপ্রকরণ চ এবং উপপ্রকরণ ছ, যা সাধারণ তথ্য সম্পর্কিত, নিম্নরূপ:

এফ . জি.ও.এম.এস. নং ৫৩, সমাজকল্যাণ ও পুষ্টিকর খাদ্য কর্মসূচি বিভাগ, তারিখ ১১.০৪.২০০৫, জি.ও.(এমএস) নং ৬৪২, স্বরাষ্ট্র (আদালত-১) বিভাগ, তারিখ ৩১.০৮.২০১২ এবং সরকারি প্রতিবেদন নং ৪৯৮৫৮/সিটিএস-১/২০১৪-৪, তারিখ ০৮.০৮.২০১৪-এ দেওয়ানী বিচারকের পদটি শুধুমাত্র ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পিডি/পিবি/ও বিভাগের জন্য উপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে [পিডি- আংশিক বধির (৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতা), পিবি- আংশিক অন্ধ (৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতা), ও-অর্থো]। প্রার্থীদের কমিশনের 'প্রার্থীদের জন্য নির্দেশাবলী'-এর ১৪ (চ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নথিগুলি যখন চাওয়া হবে তখন আপলোড করা উচিত।

জি. ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মেডিকেল বোর্ড থেকে শারীরিক সুস্থতার শংসাপত্রের একটি অনুলিপি আপলোড করা উচিত, যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি এবং নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতার মাত্রা উল্লেখ করা থাকে, এই মর্মে যে তার প্রতিবন্ধকতা তাকে দেওয়ানী বিচারকের পদের সাথে সংযুক্ত দায়িত্বগুলি দক্ষতার সাথে পালনে অক্ষম করবে না (নিয়োগের আগে যখন চাওয়া হবে, তখন যে পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন)।

১৩) প্রকরণ এফ ১১.০৪.২০০৫, ৩১.০৮.২০১২ এবং ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের তিনটি সরকারি আদেশের কথা উল্লেখ করে। ১১.০৪.২০০৫ তারিখের সরকারি আদে

এমন একটি সরকারি আদেশ, যার মাধ্যমে দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদটিকে ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারার অধীনে একটি পদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ৩১.০৮.২০১২ তারিখের সরকারি আদেশটি ছিল এমন একটি সরকারি আদেশ, যার মাধ্যমে তামিলনাড়ু রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় জেলা বিচারক (প্রবেশ স্তর) এবং দেওয়ানী বিচারকের পদগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব এবং সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে ৩৩ ধারার বিধান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশটি হাইকোর্টের পরামর্শে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তকে জানিয়েছিল, যেখানে ১৬২টি দেওয়ানী বিচারক পদের নির্বাচনের জন্য আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৪০-৫০% নির্ধারণ করে দেওয়ানী বিচারক পদের নির্বাচনের সাথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

পঞ্চম উল্লিখিত সরকারি পত্রের ধারাবাহিকতায়, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রশাসনিক জরুরি অবস্থা এবং নির্বাচন বিলম্বিত না করার জন্য, হাইকোর্ট ০৪.০৮.২০১৪ তারিখের তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পত্রটি বিবেচনা করেছে এবং বর্তমান নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতার শতাংশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেওয়ানী বিচারকের পদগুলির নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল তাই বর্তমান নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতা ঘোষণা করে ১৬২টি দেওয়ানী বিচারকের পদের জন্য অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। আপনার রেফারেন্সের জন্য সপ্তম ডি.ও. পত্রের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো

২। আপনাকে অনুরোধ করছি দেওয়ানী বিচারক পদে নিয়োগের জন্য ১৬২টি শূন্যপদ অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

একান্ত অনুগত

স্বাক্ষরিত/-

সরকারের প্রধান সচিবের জন্য"

১৪, বিজ্ঞাপনটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেওয়ানী বিচারকের পদটি ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আংশিক বধির/আংশিক অন্ধ/অর্থো বিভাগের (৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতা) জন্য উপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবেদনকারীর অনলাইন আবেদনে প্রতিবন্ধকতার শতাংশের কলামে, তিনি শুধুমাত্র "৪০% এর বেশি" উল্লেখ করেছেন। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, যা আপিলকারী বিধি, ২০০৭ এবং ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জমা দিয়েছিলেন, কলাম (৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছে "(৩)। তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার শতাংশ ৭০%।" সুতরাং, আপিলকারীর নিজের মামলা অনুসারে,

তিনি ৭০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন, যা তাকে ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত দেওয়ানী বিচারকের পদের জন্য অযোগ্য করে তোলে, কারণ পদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল শুধুমাত্র ৪০%-৫০%। আমরা, সুতরাং, উপসংহারে আসি যে আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা শংসাপত্র অনুসারে তিনি ৭০% প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন, তিনি ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত পদের জন্য অযোগ্য ছিলেন। প্রশ্নটির উত্তর সেই অনুযায়ী দেওয়া হলো।

১৫. মাদ্রাজ হাইকোর্টে দাখিল করা তার রিট পিটিশনে আপিলকারী তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক জারি করা ১৬২টি দেওয়ানী বিচারকের পদে নিয়োগের জন্য ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি লক্ষ্য করলেও, রিট পিটিশনে বিজ্ঞাপনের ধারা এফ-কে বিরোধিতা করেননি, যেখানে আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০%-৫০% প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা হয়েছিল:

"উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এই মাননীয় আদালত কোনো উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে এবং বিশেষভাবে সার্টিওরিয়ারি ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির একটি রিট জারি করতে পারে, যাতে রেকর্ড তলব করা হয় এবং দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ০১.০৪.২০১৫ তারিখের বিতর্কিত মৌখিক পরীক্ষার তালিকা বাতিল করা হয় এবং ফলস্বরূপ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষকে আবেদনকারীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে উপযুক্ত এবং আরও আদেশ জারি করা হয়।"

১৬. রিট পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারী ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি পত্রটি বাতিল করার জন্য একটি সংশোধনী আবেদন দাখিল করেন, যা হাইকোর্ট মঞ্জুর করে এবং এমনকি আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা সংশোধনী আবেদনেও টিএনপিসি কর্তৃক জারি করা ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটিকে বিরোধিতা করা হয়নি। আংশিক অন্ধত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত অর্থাৎ ৪০%-৫০% নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনুমতি আপিলকারীকে দেওয়া যেতে পারে না, যখন তিনি উক্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদানকারী ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞাপনটিকে বিরোধিতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপিলকারী উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে আবেদন করেন এবং লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং যখন তাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়নি, তখন তিনি রিট পিটিশন দাখিল করেন। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের অধীনে তাকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আপিলকারীর ফলাফল ঘোষণা না করার নির্দেশ দিয়েছিল। আপিলকারী ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রকরন ৪(চ) বিরোধিতা করতে ব্যর্থ হওয়ায়,

তাকে ৪০%-৫০% আংশিক অন্ধত্বের শর্ত বিরোধিতা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। আমরা হাইকোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবীর এই জমাটির সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার যোগ্য ছিল

ইস্যু নং ২ এবং ৩

১৭. ইস্যু নং ২ এবং ৩ পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় একসাথে নেওয়া হয়েছে। ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশটি, যা উপরে ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সম্বোধন করে বলে যে, হাইকোর্ট ০৪.০৮.২০১৪ তারিখের তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পত্রটি বিবেচনা করেছে এবং আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতার শতাংশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেওয়ানী বিচারকের পদগুলির নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, হাইকোর্টের যথাযথ পরামর্শের পরে সরকারি আদেশটি জারি করা হয়েছিল, যা দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতার শতাংশ প্রদানের সাথে সম্মত হয়েছিল। আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০%-৫০% শর্তটি বৈধ শর্ত কিনা বা উক্ত শর্তটি ১৯৯৫ সালের আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কিনা, তা উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন। এই বিষয়ে ১৯৯৫ সালের আইনের কিছু বিধান দেখা প্রাসঙ্গিক। ধারা ২(খ) "অন্ধত্ব"-কে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করে: -

(খ) "অন্ধত্ব" বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একজন ব্যক্তি নিম্নলিখিত শর্তগুলির মধ্যে যেকোনো একটিতে ভোগেন, যথা: -

(i) দৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি; অথবা

(ii) সংশোধনকারী লেন্স সহ ভালো চোখে ৬/৬০ বা ২০/২০০ (স্নেল্লেন)-এর বেশি নয় এমন দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা; অথবা

(iii) ২০ ডিগ্রি বা তার চেয়ে খারাপ কোণ তৈরি করে এমন দৃষ্টি ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা;

১৮. ধারা ২(i) প্রতিবন্ধকতাকে নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য সংজ্ঞায়িত করে: -

(i) "প্রতিবন্ধকতা" মানে-

(i) অন্ধত্ব;

(ii) ক্ষীণ দৃষ্টি;

(iii) কুষ্ঠরোগ-নিরাময়;

(iv) শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা;

(v) চলন অক্ষমতা;

(vi) মানসিক প্রতিবন্ধকতা

(vii) মানসিক অসুস্থতা;

১৯. ১৯৯৫ সালের আইনের ধারা ২(ন) 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটিকে নিম্নলিখিত শব্দে সংজ্ঞায়িত করে:

ধারা ২(ন): "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি একটি চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যয়িত কোনো প্রতিবন্ধকতার চল্লিশ শতাংশের কম নয় এমন প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন;

২০. উপরের সংজ্ঞাটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো প্রতিবন্ধকতার ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন। সুতরাং, আইনের অধীনে সংরক্ষণের সুবিধা শুধুমাত্র এমন একজন ব্যক্তি দাবি করতে পারেন যিনি কোনো প্রতিবন্ধকতার ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন।

২১. বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে, আমরা সম্পূর্ণ অন্ধত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, কারণ ৩১.০৮.২০১২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারার শর্তানুযায়ী ইতিমধ্যেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, যা পদের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধত্ব এবং সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাকে অব্যাহতি দেয়। সুতরাং, যে প্রার্থীরা সম্পূর্ণরূপে অন্ধ তারা স্পষ্টভাবে পদের জন্য যোগ্য নয়। ধারা ২(প) ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংজ্ঞায়িত করে, যা নিম্নরূপ: -

(ইউ) "ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যার চিকিৎসা বা আদর্শ প্রতিসরণ সংশোধন করার পরেও দৃষ্টি কার্যকারিতার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিন্তু যিনি উপযুক্ত সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কাজ পরিকল্পনা বা সম্পাদনের জন্য দৃষ্টি ব্যবহার করেন বা সম্ভাব্যভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম;

২২. প্রতিবন্ধী (ভিন্নভাবে সক্ষম) ব্যক্তিদের জন্য ১৯৯৫ সালের আইনের অধীনে পদের সংরক্ষণ ধারা ৩৩-এ প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ: -

৩৩. প্রতিটি উপযুক্ত সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তিন শতাংশের কম নয় এমন শূন্যপদের এমন শতাংশ নিয়োগ করবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য যার মধ্যে প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার জন্য চিহ্নিত পদগুলিতে (i) অন্ধত্ব বা ক্ষীণ দৃষ্টি; (ii) শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা; (iii) চলন অক্ষমতা বা সেরিব্রাল পালসিতে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে: তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত সরকার কোনো বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত কাজের ধরন বিবেচনা করে, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে, যদি থাকে,

তবে এই ধারার বিধান থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দিতে পারে।

এই ধরনের প্রজ্ঞাপনে, যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে এই ধারার বিধান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

২৩. ১৯৯৫ সালের আইন অনুসারে, "অন্ধত্ব বা ক্ষীণ দৃষ্টিতে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত ছিল"। বিজ্ঞাপনের ধারা ৪ (চ) ১১.০৪.২০০৫, ৩১.০৮.২০১২ এবং ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশের কথা উল্লেখ করে। ১১.০৪.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদটি ১০২ নং আইটেমে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১০২ নং আইটেম, যা উপরে ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, এটি স্পষ্ট করে যে চাকরির জন্য উপযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভাগগুলি হল পিবি/পিডি/অর্থো (আংশিক অন্ধ/আংশিক বধির/অর্থো)। উপরে লক্ষ্য করা গেছে যে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব ইতিমধ্যেই অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ায়, বিজ্ঞাপনে আংশিক অন্ধ, আংশিক বধির এবং অর্থো-এর জন্য দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ)-এর দুটি পদ সংরক্ষিত করা হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত ধারা ২(ন)-এ অন্ধত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। পদটি সম্পূর্ণ অন্ধ ব্যক্তির জন্য নয়, আংশিক অন্ধ ব্যক্তির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি"-এর ধারা ২(ন)-এর সংজ্ঞা অনুসারে, ৪০% এর বেশি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত একজন আংশিক অন্ধ ব্যক্তিকে যোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২৪. আংশিক অন্ধ এমন একটি শব্দ যা আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। একটি প্রতিবন্ধকতা আংশিক বা সম্পূর্ণ, অস্থায়ী বা স্থায়ী হতে পারে। আমরা এই মামলায় আংশিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা সম্পূর্ণ নয়।

২৫. এই প্রসঙ্গে আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর জমাগুলির মধ্যে একটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। জমা দেওয়া হয়েছে যে, যাদের ৫০% এর বেশি আংশিক অন্ধত্ব রয়েছে তারাও আংশিক অন্ধ, তাই তাদের কীভাবে বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। "আংশিক অন্ধ" শব্দটি একটি সাধারণ ধারণা হতে পারে, কিন্তু যেখানে কাজের প্রকৃতি দেখে একটি শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে বলা যায় না যে সমস্ত আংশিক অন্ধ যোগ্য। যখন যোগ্যতার প্রতিবন্ধকতা ৪০% থেকে ৫০% নির্ধারণ করা হয়, তখন অর্জিত উদ্দেশ্যের সাথে একটি যোগসূত্রযুক্ত একটি বৈধ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে, যখন ১১.০৪.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা ১০২ নং আইটেম হিসাবে পদগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, তখন সরকারি আদেশ দ্বারা শারীরিক প্রয়োজনীয়তাগুলিও উল্লেখ করা হয়েছিল, যা নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ছিল:

এস/এসটি/ডব্লিউ/এসই/এইচ/আরডব্লিউ

২৬. ১১.০৪.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশটি শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শর্তাবলী ব্যাখ্যা করেছে, যা নিম্নরূপ:

ক্র.সং.	কোড	শারীরিক প্রয়োজনীয়তা
১	এস	বসে কাজ সম্পন্ন করা
২	ডি	দাঁড়িয়ে কাজ সম্পন্ন করা
৩	আরডব্লিউ	পড়া/লেখার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা
৪	ডাব্লিউ	হেঁটে কাজ সম্পন্ন করা
৫	বি	ঝুঁকে কাজ সম্পন্ন করা
৬	এসই	দেখে কাজ সম্পন্ন করা
৭	এইচ	শোনা/কথা বলে কাজ সম্পন্ন করা

অতএব, আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের শারীরিক প্রয়োজনীয়তা, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে,দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনীয়তাগুলি দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের কাজের প্রকৃতি দেখে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরতার ৪০%-৫০% অক্ষমতাকে লক্ষ্য রেখে এই পদে এমন আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। উপরে উল্লেখিত অনুযায়ী, ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে রাজ্য সরকার র্তৃক একটি সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছিল, যা হাইকোর্ট এবং টি এন পি সি - এর সঙ্গে পরামর্শ করার পর আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের ৪০%-৫০% হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলি মাথায় রেখে। এই প্রেক্ষিতে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১১.০৪.২০০৫ তারিখে সরকার কর্তৃক দেওয়ানী বিচারক (কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য চিহ্নিত শারীরিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পরবর্তীতে আইনি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তামিলনাড়ু রাজ্য বিচারিক সেবা (ক্যাডার এবং নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৭ সরকারী আদেশ ০৩.০৪.২০১৮ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধি ১০ নিম্নরূপছার

১০. নিয়োগের জন্য সংরক্ষণ:-

তামিলনাড়ু সরকারী কর্মচারী (পরিষেবা শর্তাদি) আইন, ২০১৬ (তামিলনাড়ু আইন ১৪ of ২০১৬) এর ধারা ২৭ যা নিয়োগের জন্য সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ২০১৬ সালের 'অশক্ত ব্যক্তি অধিকার আইন' (কেন্দ্রীয় আইন ৪৯ of ২০১৬) এর ধারা ৩৪,

জেলা বিচারক ("প্রথম স্তরের) এবং দেওয়ানী বিচারক পদের জন্য সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

তবে, নিম্নলিখিত "বেঞ্চমার্ক অক্ষমতা"সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য চার শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে,

যেমন:- (i) 'লোকোমোটর অক্ষমতা' (যা ২০১৬ সালের অশক্ত ব্যক্তি অধিকার আইনের সাথে সংযুক্ত সূচীতে সংজ্ঞায়িত) এর আওতাধীন অক্ষমতা শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ;-

(ক) একটি হাত, একটি পা এবং দুটি পায়ের লোকোমোটর অক্ষমতা;

(খ) কুষ্ঠরোগ মুক্ত ব্যক্তি;

(গ) বামনত্ব;

(ঘ) অ্যাসিড হামলার শিকার ব্যক্তি;

(ii) 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা' বিভাগের অধীনে 'স্বল্প দৃষ্টি' সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন ২০১৬ এর তফসিল অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত);

(iii) "শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা" বিভাগের অধীনে 'কম শোনা' সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এক শতাংশ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন ২০১৬ এর তফসিল অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত);

(iv) উপরের (i), (ii) এবং (iii) প্রকরনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জন্য অবশিষ্ট এক শতাংশ, ঘূর্ণন ভিত্তিতে।

ব্যাখ্যা:- উক্ত কেন্দ্রীয় আইনের ৩৪ ধারার উপধারা (১) এর (ঘ) এবং (ঙ) ধারায় উল্লিখিত বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত রোস্টার পয়েন্টগুলি উপরের (i) থেকে (iii) ধারায় উল্লিখিত প্রার্থীদের মধ্যে একই ক্রমে বরাদ্দ করা হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র নিম্নলিখিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনকারী প্রার্থীরা যোগ্য:-

(ক) - বসে কাজ করা - এস

(খ) - দাঁড়িয়ে কাজ করা - এসটি

(গ) - লিখে কাজ করা - ডব্লিউ

(ঘ) - দেখে কাজ করা - এসই

(ঙ) - শুনে কাজ করা - এইচ

(চ) - পড়ে এবং লিখে কাজ করা - আরডব্লিউ

(ছ) - যোগাযোগ করা (যোগাযোগের মধ্যে মৌখিক বা অ-মৌখিক যোগাযোগও অন্তর্ভুক্ত থাকবে) - সি

২৭. বিধি ১০-এর ব্যাখ্যায় শারীরিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা পূর্বে ১১.০৪.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এটা সত্য যে ০৩.০৪.২০১৮ তারিখের সরকারি আদেশের মাধ্যমে বিধি ১০-এ করা সংশোধনের কোনো প্রয়োগ নেই এবং বর্তমান মামলার সমস্যা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, তবে বিধি ১০-এর ব্যাখ্যায় একটি শর্ত সংযোজন বিধি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, যা পূর্বে ১১.০৪.২০০৫ তারিখের নির্বাহী আদেশে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৮. মামলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যা মোকাবিলা করা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানের অধীনে, বিচার বিভাগীয় পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের ২৩৩, ২৩৪ এবং ২৩৫ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান মামলাটি দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগের একটি মামলা, যা ২০০৭ সালের বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়, যা মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ করে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের ২৩৩, ২৩৩্ক, ২৩৪, ২৩৫ অনুচ্ছেদ এবং ৩০৯ অনুচ্ছেদের শর্তাধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিধিগুলির শুরুর শব্দগুলি থেকে স্পষ্ট:

"ভারতীয় সংবিধানের ২৩৩, ২৩৩ক, ২৩৪, ২৩৫ অনুচ্ছেদ এবং ৩০৯ অনুচ্ছেদের শর্তাধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল, মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ করে, যেখানে প্রয়োজন, নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রণয়ন করছেন:"

২৯. বিচার বিভাগীয় পরিষেবা যেহেতু সরকারি পরিষেবা, তাই এটি সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ২-এর ৪১ নং ভুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত। ৪১ নং ভুক্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা রাজ্য, অর্থাৎ রাজ্য সরকারি পরিষেবা; রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ভারতীয় সংবিধানের ১৫৪ অনুচ্ছেদের অধীনে এর নির্বাহী ক্ষমতাও রয়েছে। সুতরাং, রাজ্য সরকার ২০০৭ সালের বিধিবদ্ধ বিধিগুলি পরিপূরক করে দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো নির্বাহী সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম ছিল।

৩০. এই পর্যায়ে, আমরা আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত একটি যুক্তির মোকাবিলা করতে পারি।

আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে হাইকোর্ট ২০০৭ সালের বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর নির্ভর করেছে, যা মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রিট পিটিশন নং ২৭০৮৯/২০০৮-এর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার প্রশাসনিক দিকে হাইকোর্টের সাথে সম্পন্ন করেছিল। হাইকোর্ট ২২(xii) অনুচ্ছেদে ১৪.০৩.২০১৩ তারিখের সরকারি আদেশটি লক্ষ্য করেছে, যার মাধ্যমে তামিলনাড়ু সরকার ০৬.০২.২০১৩ তারিখে হাইকোর্টকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, যাতে নিয়োগ বিধিতে বিশেষ করে বিধি ১০-এ সংশোধনের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। বিধি ৫ এবং ১০-এর প্রস্তাবিত সংশোধনের একটি খসড়াও ২২(xii) অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

৩১. বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে প্রস্তাবিত সংশোধনী হাইকোর্টের বিবেচনাধীন ছিল এবং হাইকোর্ট এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশোধনী চূড়ান্ত করা যায়নি, তাই প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর হাইকোর্টের নির্ভরতা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। হাইকোর্ট আরও লক্ষ্য করেছে যে ০৫.০৭.২০১৪ তারিখের পূর্ণ আদালতের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিষয়টি বিধি কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু বিধি কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ১৬২টি পদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। হাইকোর্ট উল্লেখিত তথ্য লক্ষ্য করার পর, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সরকারকে ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে পাঠানো চিঠিটি লক্ষ্য করেছে, যেখানে আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির প্রার্থীদের জন্য ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য সরকারের সম্মতি চাওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য ২২(xviii) অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"(xviii) অতএব, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারকে ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, যেখানে আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির প্রার্থীদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য সরকারের সম্মতি চাওয়া হয়েছিল। সরকার হাইকোর্টের মতামত চেয়েছিল এবং হাইকোর্ট কোনো আপত্তি জানায়নি। এরপর, সরকার ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে বিতর্কিত যোগাযোগ জারি করে, যেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ১৬২ জন দেওয়ানী বিচারকের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়, বর্তমান নির্বাচনের জন্য আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধিরদের জন্য ৪০-৫০% প্রতিবন্ধকতার শতাংশ উল্লেখ করে। এই কারণেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ২৬.০৮.২০১৪ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নং ১৫/২০১৪-এর ৪.এফ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।"

৩২. হাইকোর্ট, এইভাবে, ভালোভাবে অবগত ছিল যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ২৬.০৮.২০১৪ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি ০৪.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল এবং প্রস্তাবিত বিধি সংশোধনের সাথে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞাপনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞাপনেও স্পষ্টভাবে ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, প্রশ্নবিদ্ধ নিয়োগে বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধন কোনো ভূমিকা পালন করেনি বা এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। হাইকোর্ট তথ্য সম্পূর্ণ করার জন্য উল্লেখিত তথ্যগুলি লক্ষ্য করেছে। এটা স্পষ্ট যে প্রস্তাবিত সংশোধনের প্রশ্নবিদ্ধ নিয়োগের সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা যে হাইকোর্ট প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর নির্ভর করেছে, তাই এর কোনো ভিত্তি নেই।

৩৩. আমরা এখন আবার অধস্তন বিচার বিভাগ সম্পর্কিত সাংবিধানিক পরিকল্পনার দিকে ফিরে যাই। ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের বিধান করে, যা ভারতীয় সংবিধানের ১৬(১) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত। এই আদালত *বিহার রাজ্য এবং আরেকজন বনাম বাল মুকুন্দ সাহ এবং অন্যরা (২০০০) ৪ এসসিসি ৬৪০* মামলায় ভারতীয় সংবিধানের ১৬(৪) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত একটি রাজ্য আইন বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। উপরের মামলায় একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ জেলাবিচারকএবং বিহার রাজ্যের অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল, একটি রাজ্য আইন, যথা বিহার রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকান্সি ইন পোস্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস (ফর শিডিউলড কাস্টস, শিডিউলড ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস) অ্যাক্ট, ১৯৯১-এর পরিপ্রেক্ষিতে। উল্লেখিত ১৯৯১ সালের আইনের মাধ্যমে রাজ্যের বিচার বিভাগে সরাসরি নিয়োগের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের আইন অনুযায়ী পদ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল, যা হাইকোর্টে বিরোধিতা করা হয়েছিল। হাইকোর্ট বিজ্ঞাপনের শর্তাবলীকে সংবিধানের ২৩৩ অনুচ্ছেদের বিধানের পরিপন্থী ঘোষণা করে বাতিল করে দেয়। বিহার রাজ্য বিষয়টি এই আদালতে নিয়ে আসে। এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ উপরের মামলায় রাজ্য আইন দ্বারা প্রদত্ত সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় পরিষেবাতে নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা করে। ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫ এবং ৩০৯ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক পরিকল্পনা এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলি লক্ষ্য করার পর, এই আদালত ২৯ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থাপন করে:

"২৯.....যতদূর প্রবেশ পয়েন্টের কথা, অর্থাৎ হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালতের প্রিসাইডিং অফিসার পদে নিয়োগ এবং

শুধুমাত্র ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদ ক্ষেত্রটিকে পরিচালনা করবে। ২৩৪ অনুচ্ছেদ ১৯৫৫ সালের বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিম্ন আদালতের বিচারক এবং মুন্সেফ হিসাবে তৃণমূল স্তরে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের পদ্ধতি এবং উপায় নির্ধারণ করে। এই বিধিগুলিও বিহারের রাজ্যপাল ২৩৪ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, স্পষ্টতই হাইকোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শের পরে প্রণয়ন করেছেন। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক অনুসরণীয় নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধি, যা ৪ থেকে ১৭ বিধিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞাপিত পদগুলির জন্য প্রার্থীতা প্রদানকারী প্রার্থীদের নির্বাচন করার সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। এই বিধিগুলিতে স্পষ্টতই নির্বাচন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে কমিশনের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাইকোর্টের ক্ষেত্রে, ২৩৩ অনুচ্ছেদের জোরের মাধ্যমে এর পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, কারণ এটি হাইকোর্ট যা প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়ে বিচার বিভাগের সর্বনিম্ন স্তরে বিচারক হিসাবে কাজ করতে হবে এবং যাদের পোস্টিং, পদোন্নতি এবং অনুমতি মঞ্জুরি এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ২৩৫ অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ অনুসারে শুধুমাত্র হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে, একবার তারা তৃণমূল স্তরে বিচার বিভাগীয় পরিষেবাতে প্রবেশ করলে। এইভাবে, ২৩৪ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ, নির্বাচন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে তার পরামর্শের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের

৩৪) এই আদালত উল্লেখ করেছে যে ৩০৯ এবং ২৪৫ উভয় অনুচ্ছেদকে ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে পড়তে হবে।

"৩২. এটা সত্য, যেমন আপিলকারী রাজ্যের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী দ্বিবেদী জমা দিয়েছেন যে ১৬(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্য পরিষেবাগুলিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। কিন্তু 'বিচার বিভাগীয় পরিষেবা'র ক্ষেত্রে, এই ধরনের সংরক্ষণ রাজ্যপাল তার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুধুমাত্র হাইকোর্টের সাথে পরামর্শের পরেই করতে পারেন। জেলা বিচার বিভাগ এবং অধস্তন বিচার বিভাগে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ ছাড়াই কোনো বিধিবদ্ধ বিধান প্রণয়ন অধস্তন বিচার বিভাগে নিয়োগ এবং

নিয়োগের সম্পূর্ণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এবং ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই ধরনের নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত একচেটিয়া ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে যাবে। এটা এমন নয় যে হাইকোর্ট সাংবিধানিক কর্মকর্তা হওয়ায় ১৬(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে সক্ষম বিধানের আশ্রয় নিয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংরক্ষণের পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে। ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদের অধীনে নিয়োগ পরিচালনার জন্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত উপযুক্ত বিধি প্রণয়নের জন্য রাজ্যপাল হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ না এটি করা হয়, ততক্ষণ আইনসভা পরোক্ষ পদ্ধতিতে হাইকোর্টকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে এবং তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানের নির্মাতাদের দ্বারা পরিকল্পিত জেলা বিচার বিভাগে নিয়োগ এবং নিয়োগের পরিকল্পনাকে এড়াতে এবং অতিক্রম করতে পারে না। এই ধরনের অনুশীলন, সাংবিধানিক পরিকল্পনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া ছাড়াও, 'আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ' সম্পর্কিত ধারণা এবং 'স্বাধীন বিচার বিভাগ'-এর মৌলিক ধারণার উপরও খারাপ প্রভাব ফেলবে। এই উভয় ধারণাই এখন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং সাংবিধানিক পরিকল্পনার মূল অংশ

৩৫. উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে, রাজ্য সরকার দেওয়ানী বিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্ট উভয়ের সাথে পরামর্শ করেছে। রাজ্য সরকার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্টের মতামতে ঐক্যমত রয়েছে যে, ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আংশিক অন্ধ এবং আংশিক বধির ব্যক্তিদের নিয়োগে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত। বিচার বিভাগীয় পরিষেবাতে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হাইকোর্ট ভালোভাবে অবগত এবং এটি অধস্তন বিচার বিভাগের অভিভাবক হওয়ায়, দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নিয়োগের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির যোগ্যতার বিষয়ে তার বলার অধিকার রয়েছে। বিচার বিভাগীয় পরিষেবা সরকারি পরিষেবার অংশ হওয়ায়, রাজ্য হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করে দেওয়ানী বিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ০৮.০৮.২০১৪ তারিখের সরকারি আদেশটি ২০০৭ সালের বিধিগুলির পরিপূরক এবং কোনোভাবেই বিধিগুলির কোনো বিধান লঙ্ঘন করে না। হাইকোর্টের সাথে পরামর্শের পর তামিলনাড়ু রাজ্য কর্তৃক জারি করা সরকারি আদেশ অনুসারে

পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতা থাকার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল। উপরের শর্তটিকে কোনোভাবেই অবৈধ বলা যায় না। আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, আংশিক অন্ধত্বযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা স্পষ্টভাবে ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত সংরক্ষণ অস্বীকার করা এবং আইনের ৩৩ ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩৬. ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারায় প্রয়োজন যে প্রতিটি উপযুক্ত সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য তিন শতাংশের কম নয় এমন শূন্যপদের শতাংশ নিয়োগ করবে, যার মধ্যে এক শতাংশ অন্ধত্ব বা ক্ষীণ দৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আদালত *ভারত সরকার বনাম রবি প্রকাশ গুপ্ত এবং আরেকজন (২০১০) ৭ এসসিসি* ৬২৬ মামলায় ২৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে যে, ৩৩ ধারায় উল্লিখিত তিনটি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যায় নিয়োগ করার জন্য উপযুক্ত সরকারের উপর একটি কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে। ২৯ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে:

২৯. অন্য কথায়, ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারার অধীনে সংরক্ষণ, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেমন অনুরোধ করা হয়েছে, শনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও ৩৩ ধারায় উল্লিখিত তিনটি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ করার জন্য উপযুক্ত সরকারের উপর একটি কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে।

২৭.ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা *বনাম ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্য ব্লাইন্ড এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১০ এসসিসি ৭৭২* মামলায় এই আদালত ১৯৯৫ সালের আইনের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করেছে এবং ২৪ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে:

"২৪. যদিও ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন ১৯৭৭ সালে শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে এখানে ১ নং উত্তরদাতা একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন, এটি ১৯৯৩-২০০২ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দশকের প্রবর্তনের পরেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে, যা আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট উৎসাহ দেয়। এই সভা থেকে উদ্ভূত প্রধান প্রয়োজন ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি ব্যাপক আইন প্রণয়ন করা। এই আলোকে, ১৯৯৫ সালে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, যথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আইনটি, অন্যান্য সম্ভাবনার পাশাপাশি, পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে এবং

তাদের জন্য একটি বিশেষ কর্মসংস্থান বিনিময় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগও চায়। এর জন্য, আইনের ৩২ ধারা এমন পদগুলি সনাক্ত করার বিধান করে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে। ৩৩ ধারা পদ সংরক্ষণের বিধান করে এবং ৩৬ ধারা বিধান করে যে, যদি কোনো নিয়োগ বছরে উপযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভাবে কোনো শূন্যপদ পূরণ না হয়, তবে সেই শূন্যপদ পরবর্তী নিয়োগ বছরে বহন করা হবে। আপিলকারী এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে মতপার্থক্য এই ধারাগুলির ব্যাখ্যার বিষয়ে উদ্ভূত হয়।"

৩৮. উপরের মামলায়, এই আদালত ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারা বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছে। এই আদালত আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৩% সংরক্ষণ গণনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছে। আরেকটি বিষয় যা বিবেচনা করা হয়েছিল তা হল পদ-ভিত্তিক সংরক্ষণ মেনে চলতে হবে নাকি শূন্যপদ-ভিত্তিক সংরক্ষণ। আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী তার জমা দেওয়ার সমর্থনে উপরের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যে, এই আদালত কর্তৃক উল্লিখিত ১৯৯৫ সালের আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে এবং দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের যোগ্যতার উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ৩৩ ধারার বিধান এবং আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে।

৩৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পদ সংরক্ষণের আইনি অবস্থান এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রতিটি উপযুক্ত সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য পদ সংরক্ষণ করতে বাধ্য। বর্তমান মামলায়, আমরা আংশিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে উত্তরদাতা ১৯৯৫ সালের আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী আংশিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পদ সংরক্ষণ করেনি। সুতরাং, ৩৩ ধারা দ্বারা বাধ্যতামূলক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে পূরণ করা হয়েছে। সমস্যাটি হল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আপিলকারীর যোগ্যতা এবং বিজ্ঞাপনে এই প্রয়োজনীয়তা যে শুধুমাত্র ৪০%-৫০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা যোগ্য, ১৯৯৫ সালের আইনের পরিপন্থী কিনা বা কোনো বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে কিনা। রাজ্য, যা পাবলিক সার্ভিসে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, হাইকোর্টের সাথে দেওয়ানীবিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের বিষয়ে পরামর্শ করে, পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে। যখন রাজ্য, হাইকোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই মত পোষণ করে যে, দেওয়ানীবিচারকপদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রতিবন্ধকতা ৪০%-৫০% এর মধ্যে হওয়া উচিত, তখন উক্ত বিধান কোনো বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে না বা ১৯৯৫ আইনের কোনো বিধানের পরিপন্থী নয়।

পদের ধারক কর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যোগ্যতা নির্ধারণ করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে

৪০) একটি রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার মামলা শোনা এবং রায় লেখার জন্য শ্রবণ, দৃষ্টি এবং বাকশক্তির যুক্তিসঙ্গত সীমা থাকা উচিত এবং তাই, পদের জন্য যোগ্য হওয়ার শর্ত হিসাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতায় ৫০% প্রতিবন্ধকতার সীমা নির্ধারণ করা একটি বৈধ সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ ন্যায্য, যৌক্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত। হাইকোর্ট তার অতিরিক্ত বিবৃতিতে দেওয়ানী জজের কার্যাবলী এবং কর্তব্যগুলি নিম্নলিখিত শব্দে তুলে ধরেছে:

"৭. বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের, অর্থাৎ দেওয়ানী বিচারকদের কার্যাবলী এবং কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রটি কঠোর কর্তব্য পালন জড়িত: তাদের নথি, আবেদনপত্র পড়তে হবে এবং ঘটনা ও সমস্যাগুলি নির্ধারণ করতে হবে; কোনো লঙ্ঘন ছাড়াই সমস্ত প্রযোজ্য নিয়ম এবং পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে; আচরণ, সমস্যা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আইনজীবী, মামলাকারী এবং আদালতের কর্মীদের পরামর্শ দিতে হবে; বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার জন্য বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে; শুনানি পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযোগগুলি সমর্থন করে কিনা তা নির্ধারণ করতে বাদী এবং বিবাদীদের অভিযোগ শুনতে হবে; সাক্ষ্য এবং নথি পড়ার এবং বিশ্লেষণ করার পরে স্বাধীনভাবে মামলার উপর সিদ্ধান্ত লিখতে হবে; সাক্ষ্য রেকর্ড করার সময় সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী দৃষ্টি এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন, এমনকি অসম্ভব করে তুলতে পারে। এই সমস্ত ছাড়াও, তাকে তদন্ত পরিচালনা করা, মৃত্যুর পূর্বে দেওয়া জবানবন্দী রেকর্ড করা, শনাক্তকরণ প্যারেডের মাধ্যমে যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের বিবৃতি রেকর্ড করা, গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করা, রিমান্ড এবং এক্সটেনশন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলীর উপর আদেশ পাস করার মতো কর্তব্য পালন করতে হবে। জেলা বিচারকদের ক্ষেত্রে, তাদের সাধারণ বিচার বিভাগীয় কর্তব্য পালন ছাড়াও, তাদের অসংখ্য প্রশাসনিক কর্তব্যও পালন করতে হয়। অতএব, ৫০% স্তরের বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগে কোনো সংরক্ষণ তৈরি করা পরামর্শযোগ্য নয়, কারণ এটি ব্যবহারিক এবং আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য এড়ানো জটিলতা তৈরি করতে পারে। তদুপরি, গোপনীয় পদ্ধতিতে মামলার কাগজপত্র এবং অন্যান্য বস্তুগত রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে রায় প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, একজন লেখক বা অনুরূপের সহায়তা সম্পূর্ণরূপে পদের চাহিদার সাথে আসা গোপনীয়তা এবং বিচক্ষণতা কেড়ে নেয়।"

৪১) ৩ নং উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উপরের কারণগুলি ৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্যতা দেয়, যা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত। আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা রিট পিটিশন খারিজ করে হাইকোর্ট কোনো ভুল করেনি। উপরের আলোচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দেওয়ানী বিচারক(কনিষ্ঠ বিভাগ) পদের জন্য নিয়োগের জন্য ৪০%-৫০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতার বিধান বৈধ ছিল এবং ১৯৯৫ সালের আইনের কোনো বিধান বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে না। ২ এবং ৩ নং ইস্যুগুলি সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, আমরা এই আপিলে কোনো যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং এটি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হল।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee